যায়যায় দিন

মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে চারুকলা

■ এন্টারটেইনমেন্ট রিপোর্ট

প্রতিবছরের মতো এবারো মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে মুখরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ। চারুকলা অনুষদের বর্তমান, সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে তৈরি করছেন নানা প্রতিকৃতি, পুতুল, পালকিসহ অন্য বর্ণিল জিনিসপত্র। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনকে স্মরণীয় করতে এ বছর চারুকলায় অন্যান্য প্রতিকৃতির সঙ্গে বানানো হচ্ছে শেখ হাসিনার বিকৃত ও বীভৎস দর্শনের নানা প্রতিকৃতি।

একদিকে শোভাযাত্রার অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে, অন্যদিকে চলছে শোভাযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য জলরং, সরা চিত্র, মুখোশ, পুতুল তৈরি এবং বিক্রি। এর আয় থেকে তৈরি হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার বড় বড় শিল্পকর্ম। এজন্য দিন-রাত বিরামহীন চলছে প্রস্তুতি।

রোববার চারুকলা অনুষদে সরজমিন ঘুরে দেখা যায়, পহেলা বৈশাখকে রাঙিয়ে তুলতে ছাত্র-শিক্ষকদের তুমুল ব্যস্ততা ছায়াঘেরা চারুকলায়। শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মগ্ন হয়ে কাজ করছেন মঙ্গল শোভাযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে। বাঁশ, বেত, কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বাঘ, ঘোড়া, মাছসহ বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন প্রতীক। শোভাযাত্রায় বহন করা বিভিন্ন শৈল্পিক কাঠামো নির্মাণে বাঁশ-কাঠ ব্যবহার করছেন শিল্পীরা। হাতুড়ি-পেরেকের শব্দ চারদিকে। মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আঁকায় উঠে আসছে বাংলার রূপ-ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য।

এবারও মাহবুব জামাল শামিমের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রতিদিন সকাল, বিকাল, রাতে কাজ করছেন শিল্পীরা। দুদিনব্যাপী উদযাপিত হবে এবারের পহেলা বৈশাখ। এবারের প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে- 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'।

তবে এ বছর অনুষদটির কোনো ব্যাচকে একচ্ছত্র দায়িত্ব না দেয়ায় বর্তমান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সেখানে কম বলে জানিয়েছেন চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগের ১১-১২ সেশনের একজন সাবেক শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম হলেও সবার উপস্থিতি উন্মুক্ত করা হয়েছে।

কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজ পুরোদমে চলছে। বাইরে আমাদের ছোট ছোট শিল্পকর্মগুলো বিক্রি হচ্ছে। আশা করি ১২ তারিখের মধ্যে সবপ্রস্তুতি শেষ হবে।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজাহারুল ইসলাম বলেন, প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। এবার বেশি কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় আমাদের ছবিগুলো বিক্রি কম হয়েছে। রোববার থেকে ক্যাম্পাস খুলছে আশা করি জমে উঠবে প্রস্তুতি।

সংবাদ

চলছে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

❖ বিনোদন প্রতিবেদক

প্রতি বছরের মতো এবারও মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে মুখরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ। চারুকলা অনুষদের বর্তমান, সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে তৈরি করছেন নানা প্রতিকৃতি, পুতুল, পালকিসহ অন্যান্য বর্ণিল জিনিসপত্র। শেখ হাসিনার পতনকে স্মরণীয় করতে এ বছর চারুকলায় অন্যান্য প্রতিকৃতির সঙ্গে বানানো হচ্ছে শেখ হাসিনার বিকৃত প্রতিকৃতি।

একদিকে শোভাযাত্রার অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে, অন্যদিকে চলছে শোভাযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য জলরং, সরা চিত্র, মুখোশ, পুতুল তৈরি এবং বিক্রি। এর আয় থেকে তৈরি হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার বড় বড় শিল্পকর্ম। এ জন্য দিন-রাত বিরামহীনভাবে চলছে প্রস্তুতি। ৬ এপ্রিল ঢাবির চারুকলা অনুষদে সরজমিন ঘুরে দেখা যায়, পহেলা বৈশাখকে রাঙিয়ে তুলতে ছাত্র-শিক্ষকদের তুমুল ব্যস্ততা ছায়াঘেরা চারুকলায়। শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মগ্ন হয়ে কাজ করছেন মঙ্গল শোভাযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে। বাঁশ, বেত, কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বাঘ, ঘোড়া, মাছসহ বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন প্রতীক। শোভাযাত্রায় বহন করা বিভিন্ন শৈল্পিক কাঠামো নির্মাণে বাঁশ-কাঠ ব্যবহার করছেন শিল্পীরা। হাতুড়ি-পেরেকের শব্দ চারদিকে। মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আঁকায় উঠে আসছে বাংলার রূপ-ঐতিহ্য। এবারও মাহবুব জামাল শামিমের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রতিদিন সকাল, বিকাল, রাতে কাজ করছেন শিল্পীরা। দুদিনব্যাপী উদযাপিত হবে এবারের পহেলা বৈশাখ। এবারের প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে- 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। তবে এ বছর অনুষদটির কোনো ব্যাচকে একচ্ছত্র দায়িত্ব না দেয়ায় বর্তমান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সেখানে কম বলে জানিয়েছেন চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগের ১১-১২ সেশনের একজন সাবেক শিক্ষার্থী।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ। সেই সময় তারা প্যালেস্টাইন পক্ষে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

দেখা গেছে, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ এমনকি শিশুরাও টিএসসির সামনে জড়ো হয়ে ফিলিস্তিনে চলমান ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন। তারা ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। অনেকের হাতে প্যালেস্টাইন পতাকা ছিল।

সাহিংসতা বন্ধে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস একযোগে বন্ধ করে প্রতিবাদ জানানোর আহবান জানিয়েছেন প্যালেস্টাইন অ্যাক্টিভিস্টরা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলাদেশে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ায় গতকাল সারা দেশে শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

ইত্তেফাক

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে ও আন্তর্জাতিক 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ-সমাবেশ করে বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা —আব্দুল গনি

গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল সারা দেশ

- সড়কে নেমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
- ইসরাইলি পণ্য বয়কটের ডাক
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ফিলিস্তিনে শান্তি মিশনে পাঠানোর দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর নির্বিচার হামলার প্রতিবাদ ও গাজাবাসীর ডাকা হরতালের সমর্থনে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'নো ওয়ার্ক, নো স্কুল' কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সকাল থেকে সারা দেশে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেন। বিক্ষোভ-সমাবেশে উত্তাল হয়ে উঠে সারা দেশ। মিছিলে অংশ নেওয়াদের হাতে 'সেভ গাজা', 'স্টপ জেনোসাইড টু গাজা'; 'শো ইসরায়েল দ্য রেড কার্ড', 'বয়কট ট্রাম্প, সেভ ফিলিস্তিন' লেখা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। ইসরাইলি পণ্য বর্জনেরও ডাক দেওয়া হয় এসব কর্মসূচি থেকে।

ফিলিস্তিনে চলমান ইসরাইলি নিপীড়ন ও গণহত্যার প্রতিবাদ এবং 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী বিক্ষোভ ও সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সোমবার সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জড়ো হতে শুরু করেন। বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, নটর ডেম কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ফিলিস্তিনে শান্তি মিশনে পাঠাতে হবে। আর এটাতে যদি সরকার ব্যর্থ হয় তবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক; ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে; ইসরাইলকে যেসব রাষ্ট্র সরাসরি অস্ত্র সরবরাহ করছে সেসব রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বাংলাদেশে ইসরাইলের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনতিবিলম্বে সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হবে।